# শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় আমি মর্মাহত : ভিসি



অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

যুগান্তর রিপোর্ট

অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী শামসুন্নাহার হলে সংগঠিত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, এ অনভিপ্রেত ঘটনার জন্য আমি মর্মাহত। তবে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেছেন, সে ঘটনার সঙ্গে আমি কোনভাবেই জড়িত নই। আমি দায়িত্ব পালনেও কোন অবহেলা করিনি। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত পুলিশি হামলার পর তার কার্যালয়ে এক প্রেসব্রিফিংয়ে উপাচার্য এ কথা বলেন। গতকালের আমি : পৃষ্ঠা : ৭ কলাম : ৬

## আমি : শামসুন্নাহার হলের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঘটনা তখন পর্যন্ত তিনি পুরোপুরি অবহিত হননি জানিয়ে বলেন, সহকারী প্রক্টোররা ঘটনা জানতে গিয়েছেন আর রেজিস্ট্রার গিয়েছেন শিক্ষকদের চিকিৎসার খোঁজখবর নিতে। তিনি কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, আজ শিক্ষকদের কোন কর্মসূচি ছিল না। আর বন্ধ হলে মেয়েদের ভেতরে প্রবেশ করার ঘটনা কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। পরিস্থিতি কতদিনে শান্ত হবে সাংবাদিকদের এই প্রশ্নে তিনি আবারও বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ পর্যন্ত অপেক্ষার আহ্বান জানিয়ে বলেন, রিপোর্ট প্রকাশ হলে সব বিভ্রান্তি দূর হবে। এখনও অনেক কিছু প্রকাশ পায়নি। অনেকেই বিভ্রান্তিতে আছেন। তার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র চলছে বলে উল্লেখ করে তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, বিচারের আগে আপনারা আমাকে ফাঁসি দিতে পারেন না। পদত্যাগ করতে বলতে পারেন না। শিক্ষক হিসাবে আমার মর্যাদা সমুন্নত রাখুন।

পুলিশ কর্তৃক ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিক পেটানোর ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে ভিসি বলেন, আমি সরকার ও পুলিশকে সংযত থাকার আহ্বান জানিয়েছি। আহতদের চিকিৎসার জন্য যা প্রয়োজন আমি করব। ক্যাম্পাসে অবরুদ্ধ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ছাত্রদের কাজ থাকলে অবশ্যই তারা ক্যাম্পাসে আসতে পারবে। এ ব্যাপারে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বলা আছে।

মঙ্গলবার সংঘটিত ঘটনাকে অনভিপ্রেত আখ্যা দিয়ে উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলেন, এ ঘটনায় আমাকে জড়িয়ে যেসব বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশিত ও প্রচারিত হয়েছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীই আমার সন্তানতুল্য। শুধু একজন শিক্ষক হিসাবেই নয়, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিভাগের চেয়ারম্যান, অনুষদের ডিন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি, সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবেও দায়িত্ব পালন করছি। বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবার স্বার্থরক্ষা এবং এ প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। দীর্ঘ কর্মজীবনের কোন ক্ষেত্রেই আমার ভূমিকা নিয়ে এ ধরনের প্রশ্ন কখনও উত্থাপিত হয়নি। অথচ একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার অবস্থানকে বিতর্কিত ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য স্বার্থান্বেষী মহল অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। তিনি বলেন, শামসুন্নাহার হলের মেয়েদের ওপর যে কোন ধরনের অশোভন আচরণের সঙ্গে যে বা যারাই জড়িত থাকুক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, ঘটনা তদন্তের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন ঘটনার প্রকৃত কারণ ও স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবে। কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়ে বলেন, কমিশনের তদন্তে যদি আমাকেও দায়ী করা হয় তাহলে আমি তা মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার আগেই উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মর্যাদাহানিকর বক্তব্য বা বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতির সামনে হেয়প্রতিপন্ন করা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত।

তিনি অভিযোগ করেন, কোন কোন মহল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করার জন্য নানা উস্কানিমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব মহলের বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার এবং হীন রাজনৈতিক অভিপ্রায় বাস্তবায়নের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য জ্ঞানপিপাসু ছাত্রছাত্রী ও দেশবাসীর প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। আশা করি, সর্বোচ্চ সংযম ও সহনশীলতা প্রদর্শনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সবাই বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু কার্যক্রম অবিলম্বে শুরু করতে সহায়তা করবেন।